SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

কার্য্য-কারণ তত্ত্ব:হিউম

Power point presentation by : Trilochan Paramanik
Designation: SACT - 1
Department: Philosophy

কার্যকারণ সম্পর্কে হিউমের অভিমত দর্শনের ইতিহাসে একটি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। লৌকিক এবং বৈজ্ঞানিক মত অনুসারে বিভিন্ন ঘটনা কার্যকারণ সম্পর্কে জড়িত যখন বলা হয় ক খ এর কারণ বা ক কে উৎপন্ন করে তখন ধরে নেওয়া হয়েছে ক'এর মধ্যে এমন কোন শক্তি আছে যা খ-কে উৎপন্ন করতে পারে এবং ক ও খ এর মধ্যে অনিবার্য সম্পর্ক বর্তমান। দুটি ঘটনা যখন এমন ভাবে সম্পর্কিত হয় যে একটি থাকলে অপরটি অনিবার্যভাবে উপস্থিত থাকবে তখন তাদের সম্পর্ককে বলা হয় অনিবার্য সম্পর্ক। কার্যকারণ সম্বন্ধ অনিবার্য সম্বন্ধে যুক্ত কেননা কার্য যে কেবল অতীতেই কারণকে অনুসরণ করেছে তা নয় ভবিষ্যতেও করবে। কারণ ও কার্যের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্ক বর্তমান ও কারণ একটি শক্তি যা কার্য্যকে উৎপন্ন করে।

হিউমের মতবাদ তীব্র সমালোচনা করেছেন। লকের ধারণা অনুযায়ী মনে করা হয়েছে যখন একটি বিলিয়ার্ড বল অপর একটি বিলিয়ার্ড বল কে আঘাত করে তখন প্রথম বলটির মধ্যে কোন শক্তির অস্তিত্বের কল্পনা করা হয় যার জন্য দ্বিতীয় বলটিও গতিশীল হয়ে ওঠে অস্বীকার করেছেন এবং তিনি তার অভিমতের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

যুক্তিগুলি হলো:

প্রথমত, অভিজ্ঞতা পূর্ব যুক্তির সাহায্যে কার্যকারণ সম্পর্কের জ্ঞান পাওয়া যায় না। অভিজ্ঞতা পূর্ব যুক্তির সাহায্যে অনিবার্য সম্পর্কের জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে। যদি দুটি বিষয় সম্পূর্ণ অভিন্ন হয় যেমন আমরা গাণিতিক বচনের ক্ষেত্রে দেখি পাঁচের পাঁচ গুণ হলো ২৫ কিন্তু কার্যকারণ থেকে এত পৃথক যে অভিজ্ঞতা ছাড়া শুধুমাত্র বিশ্লেষণের সাহায্যে কার্যকে কারণের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে না । বস্তুত কার্য ও কারণ এর মধ্যে যদি কোন অনিবার্য সম্পর্ক থাকতো তাহলে কারণ কে বিশ্লেষণ করলেই কার্যের ধারণা পাওয়া যেত কিন্তু বিশ্লেষণ করলে কার্যের ধারণা পাওয়া যায় না। খাদ্যকে যতই বিশ্লেষণ করি না কেন তার মধ্যে ক্ষুধা নিবৃত্তির গুন কে পাওয়া যাবে না। কারণ ও কার্য দুটির স্বতন্ত্র ঘটনা উভয়ের মধ্যে যদি কোন অনিবার্য সম্পর্কের ধারণা করা হয় তাহলে কারণ ও কার্যকে দুটি স্বতন্ত্র ঘটনাবলে অভিহিত করা যাবে না। সুতরাং কারণ ও কার্যের মধ্যে সেরকম কোন সম্বন্ধ নেই।

দ্বিতীয়তঃ অভিজ্ঞতার কারণ এর মধ্যে কোন শক্তির উপস্থিতি আছে বা কার্যের মধ্যে বিদ্যমান এরকম কোন অনিবার্য সম্পর্কের জ্ঞান দিতে পারে না। রুটি কোন গোপন শক্তির অধিকারী যা পুষ্টির কারণ এই জাতীয় সিদ্ধান্ত হিউম বাতিল করে দিতে চান কারণ রুটিতে কোন গোপন শক্তির অস্তিত্ব আমরা কখনো পর্যবেক্ষণ করি না। আর যদি স্বীকারও করা যায় যে আমাদের অভিজ্ঞতায় রুটিতে গোপন শক্তির অস্তিত্ব আমরা জেনেছি ভবিষ্যতেও যে সব রুটিতে এই গোপন শক্তির অস্তিত্ব থাকবে কিসের ভিত্তিতে তা অনুমান করা যাবে? হিউমের মতে সংবেদন ও ধারণায় জানলাভের একমাত্র উপায়। অভিজ্ঞতায় আমরা কোন শক্তির সংবেদন লাভ করি না, কার্যকারণের মধ্যে কোন অনিবার্য সম্পর্কের উপস্থিতি অভিজ্ঞতায় জানা যায় না।

হিউমের মতে অভিজ্ঞতাই যা পাওয়া যায় না তার অস্তিত্ব আছে বলা যেতে পারে না। তার অস্তিত্ব আছে বলা যেতে পারে না অভিজ্ঞতাই আমরা ঘটনার পারম্পর্য সম্বন্ধ এবং সহ অবস্থান প্রত্যক্ষ করি কিন্তু কোন অনিবার্য সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করি না। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক, বিষ পানে মৃত্যু ঘটে । সাধারণ দৃষ্টিতে বিষপান এবং মৃত্যুর মধ্যে এই অনিবার্য সম্পর্ক আছে অর্থাৎ বিষপানে মৃত্যু অতীতেও ঘটেছে ভবিষ্যতেও ঘটবে । কিন্তু হিউম মনে করেন বিষপান ও মৃত্যু এই দুটি ঘটনার মধ্যে একটি পূর্বাপর সম্পর্ক আমরা প্রত্যক্ষ করিনা ।মৃত্যু হবেই একথা জোর করে বলা যায় না । এইভাবে হিউম কার্যকারণ সম্বন্ধে যুক্ত ঘটনার মধ্যে কোন অনিবার্য সম্পর্ক স্বীকার করেন না।

যদি অভিজ্ঞতা পূর্ব যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা অনিবার্য সম্পর্কের জ্ঞান দিতে না পারে তাহলে আমরা কারণ থেকে অনিবার্যভাবে কাজে আসব এই ধারণা করে কি করে? রুমের মতে অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পাওয়া এটা আমাদের মানসীক এক অভ্যাস। অভিজ্ঞতায় দেখতে পাই যে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে আগুনে হাত দেওয়া এবং হাত পোড়া এই দুটি ঘটনা আমাদের মনে এমন ভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে যে প্রথমটি দেখলেই আমরা দ্বিতীয়টি প্রত্যাশা করি । সুতরাং হিউমের মতে, কার্যকারণ সম্পর্ক , ঘটনার পূর্বাপর সম্পর্কের একরূপতা ছাড়া আর কিছুই নয় । কারণ হলো কার্যের নিয়ত অপরিবর্তিত পূর্ববর্তী ঘটনা এবং কার্য হল কারণের অপরিবর্তিত পরবর্তী ঘটনা। উদ্ভাস প্রসূত প্রত্যাশা থেকেই কার্যকারণের মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধের ধারণার উৎপত্তি আসলে এটা মনের সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।

সমালোচনা:

হুম কার্যকারণ তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা একান্তভাবেই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। কেন কার্যকারণ সম্বন্ধ কে অনিবার্য সম্বন্ধ রূপে গণ্য করা হয়, তার মানসিক কারণ পরিষ্কার করে এবং তার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন যদিও হিউমের কার্যকারণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে কান প্রমুখ দার্শনিকদের। দ্বারা তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। তবুও হিউমের এই অভিজ্ঞতাবাদী ব্যাখ্যা দর্শনের ইতিহাসে বিষেশ খ্যাতি লাভ করেছে।

ধন্যবাদ